আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের অপরাধে ৪ যুবকের জেল-জরিমানা

আলমডাঙ্গায় প্রকাশ্যে গাঁজা সেবনের অপরাধে চার মাদকসেবীকে তিন মাস করে কারাদণ্ড ও একশত’ টাকা করে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বুধবার বেলা ১১ টায় পৌর এলাকার মহিলা কলেজ সংলগ্নে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে এ দণ্ড দেন উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) দেবাশীষ। ।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন কামালপুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে সুমন আলী (২৫),খোকন অধিকারীর ছেলে হৃদয় অধিকারী (১৯), মৃত সমসের মিয়ার ছেলে সুমন আলী (২১), সাইদ মোল্লার ছেলে আলামিন (২৫)।

থানা সূত্রে জানাযায়, আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১০ টায় পৌর এলাকার মহিলা কলেজ সংলগ্নে যাত্রী ছাউনির নিচে চারজন যুবক প্রকাশ্যে গাঁজা সেবনকালে তাদের হাতে নাতে আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে গাঁজা সেবনের সরাঞ্জাম উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাদের জেল-জরিমানা করা হয়।

দর্শনায় ৪ কোটি টাকা মৃল্যের ২২ টি স্বর্নের বারসহ বাংলা আটক

দর্শনায় ৫৮ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪ কোটি টাকা মৃল্যের ২২ টি স্বর্নেন বারসহ দর্শনা মোবারকপাড়ার বাংলাকে আটক করেছে।

জানাযায় ৫ এপ্রিল বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে অভিযান চালায় জীবনগর টু দর্শনা সড়কে। মহেশপুর ব্যাটালিয়ন ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মাসুদ পারভেজ রানা, এএফডব্লিউসি, পিএসসির নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা রেল ক্রসিং এর পাশে।

এ সময় ব্যাটালিয়ন সদরের একটি বিশেষ টহল দল উথুলী এলাকায় এ্যাম্বুশ স্থাপন করে। মোটর সাইকলে আরোহী উথলী অতিক্রম করে দর্শনার দিকে রওনা দেয়। এ্যাম্বুশ দল পিছু ধাওয়া করে দর্শনা মোটরসাইকেলসহ দর্শনা পৌরসভার মোবারকপাড়ার রাজ্জাক খানের ছেলে সাঈদ খান বাংলাকে (৪৫) আটক করে। বিজিবি তার মটরসাইকেল তল্লাশি করে ২২ টি স্বর্নের বার উদ্ধার করে। যার আনুমানিক মৃল্য প্রায় ৪ কেটি টাকা।

আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের এবং স্বর্ণের বার চুয়াডাংগা ট্রেজারী অফিসে জমা দেয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

চুয়াডাঙ্গায় রমজান মাস এবং ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাজারে প্রশাসনের যৌথ মনিটরিং

চুয়াডাঙ্গা জেলায় পবিত্র মাহে রমজান এবং আসন্ন ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও শপিংমল পরিদর্শন এবং বাজারদর প্রশাসনের পক্ষ থেকে যৌথ মনিটরিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার বড়বাজার সংলগ্ন নিচের কাঁচামালের দোকান, মুরগির দোকান, মাংসের দোকান, মাছের বাজার, মুদি দোকান, পুরাতন গলি কাপড়ের দোকান, নিউমার্কেট ও আব্দুল্লাহ সিটি শপিংমলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য তদারকি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

এসময় বড় বাজার সংলগ্ন মুদিদোকানে মূল্য তালিকা না থাকার অপরাধে, মাছের বাজারে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে মাছ বিক্রির

অপরাধে, চুয়াডাঙ্গা নিউমার্কেট ও আব্দুল্লাহ সিটি শপিংমলে ধার্য মূল্যের অধিক দামে কাপড় বিক্রির অপরাধে বেশ কয়েকজন দোকানদারকে জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি, জনসাধারণের চলাচলের জন্য ফুটপাত দখলমুক্ত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উক্ত কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান, এসময় তিনি বলেন আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এবং চলমান মাহে রমজানে ব্যবসায়ীরা নকল ও ভেজাল পণ্য এবং কোন পণ্যের উপরে দাম অতিরিক্ত নিচ্ছে কিনা সেইজন্য বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। এসময় তিনি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান করে বলেন পবিত্র মাহে রমজান ও আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সকল পণ্যদ্রব্য সঠিক মূল্যে বিক্রি করতে হবে পবিত্র রমজান উপলক্ষে দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার জন্য বড়বাজার এবং নিউমার্কেট এলাকার বাজার এর সকল ব্যবসায়ীদের আহব্বান জানান এ সময় তিনি দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য এবং রমজান মাসে কেউ যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের অনুরোধ জানান ।

জেলা মার্কেটিং অফিসার শহিদুল ইসলাম জানান, অভিযানে মাছ, মাংস (মুরগী, গরু, খাসি) ভোজ্য তেল, চিনি, খেজুর, চাউল, সকল প্রকার সবজি, মসলাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম হাতের নাগালে রাখতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ্ আল-মামুন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া, জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ ও জেলা মার্কেটিং অফিসার মোঃ শহিদুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

দর্শনা হল্ট স্টেশনে বিজিবির অভিযান, ২২লাখ টাকার হেরোইন উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা হল্ট স্টেশনে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেছে বিজিবি। এ অভিযানে চাপাইনবাবগঞ্জ হতে ছেড়ে আসা খুলনা গামী মহানন্দা এক্সপ্রেসে ট্রেনে অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ১ কেজি হেরোইন উদ্ধার করেছে। যার আনুমানিক মৃল্য ২২ লক্ষ টাকা।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাংবাদিকদের জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত দর্শনা রেলওয়ে ষ্টেশন হয়ে চাপাইনবাবগঞ্জ হতে ছেড়ে আসা খুলনাগামী মহানন্দা এক্সপ্রেস ট্রেনে ভারতীয় হিরোইন পাচার করা হবে এমন প্রাপ্ত বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার দুপুর দেড় টার দিকে দর্শনা বিওপি কমান্ডার সুবেদার নওশের আলী সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্ত পিলার ৭৭/২-এস হতে আনুমানিক ৩.৫ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দর্শনা রেলওয়ে হল্ট ষ্টেশনে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযান পরিচালনাকালে বিজিবি সশস্ত্র টহলদল চাপাইনবাবগঞ্জ হতে খুলনা অভিমূখী ছেড়ে আসা মহানন্দা এক্সপ্রেসের দ্বিতীয় বগির ভিতর ক্যরিয়ারের উপর টিয়া রংয়ের একটি শপিং ব্যাগ দেখতে পায়। টহলদল উক্ত ব্যাগের মালিকানা না পাওয়ায় ব্যাগটি জব্দ করে পরবর্তীতে জব্দকৃত ব্যাগটি খুলে তার ভিতরে থাকা দুইটি লাল রংয়ের ব্যাগের ভিতর ছোট বড় ৯ টি পলিথিনের প্যাকেট হতে ১ কেজি ভারতীয় হিরোইন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

এ ব্যাপারে সুবেদার মোঃ নওশের আলী বাদী হয়ে পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
এমন তথ্য সাংবাদিকদের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানান চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসি।

দর্শনায় মাদক উদ্ধারসহ মধ্য বয়সী দুই নারী আটক

দর্শনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পৃথক দুটি মাদক বিরোধী অভিযানে মাদক উদ্ধার সহ মধ্য বয়সী দুই নারীকে আটক করেছে।

আটককৃতদেরকে ভ্রাম্যমান আদালতে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড ও জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটে মোঃ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের অফিসার ও সদস্যরা মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন জেলার দর্শনা মোবারকপাড়ায়।

এ অভিযানে মৃত: আব্দুল কুদ্দুসের স্ত্রী হামিদা খাতুন ডলির (৫০) নিজ বসতঘরে তল্লাসী চালিয়ে ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার সহ মাদক ব্যাবসায়ী হামিদা খাতুন ডলিকে আটক করেন। আটককৃত মাদক ব্যাবসায়ীকে ভ্রাম্যমান আদালতে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। একই অভিযানিকদল দুপুর ১২ টার দিকে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা শান্তিপাড়ায়। এ অভিযানে শান্তিপাড়ার ইদ্রিস আলীর বসতঘরে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২ কেজি গাঁজা সহ গৃহকর্তার স্ত্রী কোহিনূর বেগমকে (৫৫) আটক করেন।

আটককৃত আসামীকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৯ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও রায় প্রদান করেন বিজ্ঞ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নজরুল ইসলাম।

মোটরসাইকেল চোর চক্রের মূল হোতাসহ গ্রেফতার -৬

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক ০৩ (তিন) টি চোরাই মোটরসাইকেল ও চোরাই কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়েছে ও চোর চক্রের মূল হোতাসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার মামলার বাদী আব্দুল ওয়াকিল (২৪), পিতা- মোঃ সাইফুল ইসলাম, মাতা- মোছাঃ মনিরা খাতুন, সাং- থানা কাউন্সিলপাড়া, থানা-চুয়াডাঙ্গা সদর, জেলা-চুয়াডাঙ্গা উল্লেখ করে যে, তার নিজ নামীয় কালো-লাল রংয়ের পালসার ১৫০ সিসি মোটরসাইকেল গত ২৬শে মার্চ বিকাল সাড়ে চারটার সময় অজ্ঞাতনামা চোর চুরি করে নিয়ে যায়।

বর্নিত ঘটনায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অজ্ঞাতনামা দুই জন চোর একটি লাল-কালো রংয়ের পালসার মোটরসাইকেল করে গলির মুখে এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্য থেকে একজন হেলমেট মাথায় হাফ হাতা নেভি ব্লু রংয়ের গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় বাদীর মোটরসাইকেলের কাছে এসে তালা ভেঙ্গে মোটরসাইকেলটি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে গত তিন এপ্রিল তারিখে বাদী আব্দুল ওয়াকিল চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় হাজির হয়ে অজ্ঞাতনামা চোরদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের সার্বিক দিকনির্দেশনায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান এর তত্ত্বাবধানে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাহাব্বুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মোঃ হাসানুজ্জামান, এসআই (নিঃ) মোঃ মাসুম বেল্লা ঘটনাস্থলে থাকা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করেন। তারা চোরাই কাজে ব্যবহৃত মোটরসাইকেল এবং সন্দিগ্ধ চোরের সূত্র ধরে সংগীয় ফোর্সসহ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় তিন এপ্রিল তারিখ যশোর কোতয়ালী থানাধীন চাঁদপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে সন্দিগ্ধ সনাক্তকৃত আসামী মোঃ আলামিন (৩৪) কে গ্রেফতার করেন। তার হেফাজতে থাকা চোরাই মোটরসাইকেল রেজিঃ নং-যশোর-ল-১৪-৫৫৭০ ও অন্যান্য আলামত জব্দ এবং ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে তার দেয়া তথ্য মতে একই এলাকায় সন্দিগ্ধ সনাক্তকৃত আসামী জুয়েল রানা (৩৩) এবং হানিফ (৫৫)

দ্বয়কে গ্রেফতার করন।

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে জানায় যে, চোরাই মোটরসাইকেল মাগুরায় জনৈক সেলিমের কাছে বিক্রি করেছে। গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে সাথে নিয়ে মাগুরা সদর থানা এলাকায় সন্দিগ্ধ সনাক্তকৃত আসামী সেলিম মোল্যা (২৫)কে গ্রেফতার করেন এবং তার হেফাজতে থাকা অতিরিক্ত একটি চোরাই মোটরসাইকেল জব্দ করেন। সেলিমকে জিজ্ঞাসাবাদে জানায় যে, অত্র মামলার চোরাই মোটরসাইকেল জনৈক কামরুজ্জামান আরমান(২৫) এর নিকট বিক্রি করেছে। তখন কামরুজ্জামান আরমানকে তার এলাকা থেকে গ্রেফতার করেন এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদে জানায় যে, অত্র মামলার চোরাই মোটরসাইকেল জনৈক জুনায়েদ হোসেন (২৩) এর নিটক বিক্রি করেছে। এদের তথ্য মতে মাগুরা সদর থানাধীন স্টেডিয়াম পাড়া এলাকা হতে সন্দিগ্ধ সনাক্তকৃত আসামী জুনায়েদ হোসেন (২৩) কে গ্রেফতার করে তার হেফাজতে থাকা অত্র মামলার আলামত চোরাই মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের মধ্যে ১। মোঃ আল আমিন (৩৪), পিতা-গোলাম মোস্তফা শেখ, স্থায়ী: ব্রহ্মমানী নগর, থানা-লোহাগড়া, জেলা - নড়াইল, বর্তমান: গ্রাম- চাঁদপাড়া, পোঃ- হামিদপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা -যশোর
২। মোঃ জুয়েল রানা (৩৩), পিতা- টিপু শেখ, মাতা- সুফিয়া বেগম, স্থায়ী: গ্রাম- পিংগুলিয়া, থানা- কাশিয়ানি, জেলা -গোপালগঞ্জ, বর্তমান: গ্রাম- চাদপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা -যশোর,
৩। মোঃ আবু হানিফ হাওলাদার (৫৫), পিতা- মৃত ইছাহাক আলী হাওলাদার, মাতা- মোছাঃ জিন্নাত খাতুন, স্থায়ী : গ্রাম- হামিদপুর দক্ষিণপাড়া, থানা- কোতয়ালী, জেলা -যশোর,
৪। মোঃ সেলিম মোল্যা (২৫), পিতা- মৃত হাবিল মোল্যা, মাতা- আনজিরা বেগম, স্থায়ী: গ্রাম- মাইজ পাড়া (প্রাইমারী স্কুল সংলগ্ন), থানা-মহম্মদপুর, জেলা -মাগুরা,
৫। মোঃ কামরুজ্জামান আরমান(২৫), পিতা- মোঃ আব্দুল কাদের, সাং- পারভাটপাড়া, থানা- মোহাম্মদপুর, জেলা- মাগুরা,
৬। মোঃ জুনায়েদ হোসেন (২৩), পিতা- মোঃ মোস্তফা আল আজাদ, সাং- স্টেডিয়ামপাড়া, থানা ও জেলা-মাগুরা।

জব্দকৃত আলামত ও মোটরসাইকেল ০১(এক) টি লাল-কালো পালসার ১৫০ সিসি মোটরসাইকেল, যার রেজিঃ নং- যশোর-ল-১৪-৫৫৭০, যার ইঞ্জিন নং-DHXCMF22576, চেসিস নং-PSUA11CY2MTJ34746, যা আসামীর চোরাই কাজে ব্যবহৃত উদ্ধারকৃত মোটরসাইকেল। ০১ (এক) টি লাল-কালো

পালসার ১৫০ সিসি মোটরসাইকেল, যার ইঞ্জিন নং-DHXCNM35235, চেসিস নং-PSUA11CY4NTB70342, (অতিরিক্ত উদ্ধার) ০১ (এক) টি কালো-লাল রংয়ের পালসার ১৫০ সিসি মোটরসাইকেল, যার ইঞ্জিন নং- DHXCND24830, চেসিস- PSUA11CY1NTH94518.

বাদীর চোরাইকৃত মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে গ্রেফতারকৃত আসামীদের চুয়াডাঙ্গা সদর থানার মামলা নং-০৫। তিন এপ্রিল গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে সোর্পদ করা হয়।

গাংনীতে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা

কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করা, অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় মুড়ি তৈরি, পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও প্রদান না করা, তুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করাসহ নানা অভিযোগে একটি মুড়ি কারখানা ও একটি মুদি দোকানে ভ্রাম্যমান অভিযান চালিয়ে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ সোমবার (৩ এপ্রিল) দুপুরের দিকে গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের মা মুড়ি কারখানা ও মেসার্স সুমন স্টোর নামক তেল চিনির পাইকারি ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে এই অভিযান চালানো হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এই অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় তাকে সহযোগিতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার মোঃ তারিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ মশিউর রহমান ও মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একদল পুলিশ সদস্য।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, মেসার্স মা মুড়ি মিলের কারখানায় কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করা, অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় মুড়ি তৈরিসহ নানা

অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিক মো: কিবরিয়াকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও প্রদান না করা, মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করায় মেসার্স সুমন স্টোর নামক তেল চিনির পাইকারি ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪৫ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানে ৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পরে গাংনী বাজারে তরমুজ ও ফলের দোকানগুলো তদারকি করা হয়। ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় ও ক্রয় ভাউচার সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ১১ গ্রাম হেরোইনসহ ২মাদক ব্যবসায়ী আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-২ গাংনী ক্যাম্পের অভিযানে ১১ গ্রাম হেরোইনসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।

আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের ঘোষপাড়া এলাকার আব্দুস সাত্তারের ছেলে শাহীন হোসেন (১৯) ও একই গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার ইসরাফিল আলীর ছেলে রফিকুল ইসলাম(৩২)। এসময় তাদের নিকট থেকে মাদক ক্রয় বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত ২টি মোবাইলফানে ও নগদ ১১’শ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

আজ সোমবার (৩ এপ্রিল) ভোরের দিকে র্যাবের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা-দক্ষিণ যাদবপুর রাস্তার ঈদগাহ মাঠের সামনে থেকে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ এই ২ মাদক কারবারীকে আটক করা হয়।

দুপুরের দিকে র্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র

সহকারি পুলিশ সুপার (এএসপি) গোলাম ফারুক স্বাক্ষরিত প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য জানা গেছে।

র্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (এএসপি) গোলাম ফারুক বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দক্ষিণ যাদবপুর ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই দুজন মাদক কারবারীকে আটক করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১১ গ্রাম হেরোইন, ১১ শ নগদ টাকা ও ২ টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

এঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় র্যাবের পক্ষ থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আটকদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার অভিযানে ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) শাখার বিশেষ অভিযানে ৭২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার সহ একজনকে গ্রেফতার করেছে চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশ।

রবিবার বিকেল সাড়ে চারটার সময় গোপন সংবাদের চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন ডিঙ্গেদাহ টু হিজলগাড়ি রোডের পাশে শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের জালশুকা ঈদগাঁহ পাড়া থেকে ফেনসিডিলসহ মোছাঃ সালমা বেগম (৫০) আটক করে ডিবি।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের সার্বিক দিকনির্দেশনায় জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ শেখ সফিকুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, এএসআই (নিঃ) শ্রী বিজন ভট্টাচার্য, এএসআই (নিঃ) মোঃ আবেদুর রহমান, এএসআই (নিঃ) শ্রী রমেন কুমার সরকার, কং/৩১৪ সাদ আহামেদ,কং/৬৪০ সাকিব

আহম্মেদ, কং/৪০৭ শামিম হোসেন, নারী কং/৯৩১ মোছাঃ সুরভী খাতুন গোপন সংবাদের ভিিওতে চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন ডিঙ্গেদাহ টু হিজলগাড়ি রোডের পাশে শংকর চন্দ্র ইউনিয়নের জালশুকা ঈদগাঁহ পাড়া মোছাঃ সালমা বেগম (৫০), স্বামী মোঃ আব্দুল মালেক, পিং-মৃতঃ আব্দুল কুদ্দুস বিশ্বাস, থানা ও জেলা-চুয়াডাঙ্গার একতলা বিশিষ্ট বসত বাড়ির শোবার ঘরের ভিতর থেকে একটি প্লাস্টিকের বস্তার মধ্যে হতে বিশেষ কায়দায় মোড়ানো অবস্থায় ৭২ (বাহাত্তর) বোতল আমদানি নিষিদ্ধ অবৈধ মাদকদ্রব্য ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।

মেহেরপুরে জোড়া হত্যা মামলায় ৯ জনের ফাঁসি রায়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের বর্ডার পাড়ায় চাঞ্চল্যকর আবুজেল ও রফিকুল ইসলাম দুই সহদর কে হত্যার দায়ে ৯ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ রবিবার (২ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ আদেশ দেন।

একই সঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
দণ্ডিতরা হলেন- একই গ্রামের আব্দুল হালিম, আতিয়ার রহমান, জালাল উদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, শরিফ হোসেন, দবির উদ্দিন, আজিজুল হক, ফরিদ হোসেন ও মনিরুল ইসলাম মনি। দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে জালাল উদ্দীন পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, ২০১২ সালের ৫ জুন গাংনীর কাজিপুর এলাকায় ফেনসিডিলের একটি বড় চালান ধরা পড়ে। ওই ঘটনায় একই গ্রামের কিয়ামুর্দ্দীনের ছেলে আবুজেল(৩৫) ও রফিকুল ইসলাম(৪০) ফেনসিডিল ধরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে তাদের হাত রয়েছে এমন অভিযোগ তোলা হয়। ওই

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২০১২ সালের ১৫ জুন রাতে বিষয়টি মীমাংসা করবে বলে দুই ভাইকে মোবাইল ফোনে ডেকে নেই আসামিরা। পরদিন সকালে কাজিপুর গ্রামের মন্ডল পাড়া এলাকার ভারতীয় সীমান্ত পিলার ১৪৫ নং/এস-৬ এর কাছ থেকে বাংলাদেশ সীমানার ভেতরে ৭০/৭৫ গজ দক্ষিনে জনৈক লাল্টুর মরিচ ক্ষেত থেকে তাদের দুই ভাইয়ের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশ উদ্ধারের ঘটনায় ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরে দুই সহোদর হত্যার ঘটনায় নিহতদের বোন জরিনা বেগম বাদী হয়ে ৩০২ও ৩৪ ধারায় গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আসাদুজ্জামান মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ১৭ জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। মামলার অপর আসামি আরিফ, রাজিব, আলমেস, হারুন ও ফারুকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদেরকে বেকসুর খালাস দেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজী শহিদুল হক এবং আসামি পক্ষে আতাউল হক, এ কে এম শফিকুল আলম এবং কামরুল হাসান আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার রায় ঘোষণার পর অতিরিক্ত পিপি কাজী শহিদুল হক বলেন, এটা মেহেরপুরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় রায় হলো। এই রায় ঘোষণার মধ্যে দিয়ে আবারো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মামলার বাদি জরিনা বেগম সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আদালতের এই রায় অনতিবিলম্বে কার্যকরের দাবী জানান তিনি।

এদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম বলেন, রায়ের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে যাবো।